অবতরণিকা

নাট্যকলার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ[১]

প্রাচীন ভারতে নাট্যকলার উৎপত্তি কখন হয়েছিল তা নিশ্চিত বলা যায় না। ঋগ্বেদের সংবাদ বা আখ্যান সূক্তগুলিতে (যথা—যম-যমী, ১০.১০ ; সরমা-পণি, ১০.১০৮ ; পুরূরবা-উর্বশী, ১০.৯৫ ইত্যাদি) যে কথোপকথন আছে, তা থেকেই নাটকের ধারণা জন্মেছিল—ম্যাক্‌স্‌মূলার, লেভি, হার্টেল প্রভৃতি এ-মত পোষণ করেন।

যম-যমীসূক্তে কামাতুরা যমী ভ্রাতা যমকে বলছেন—এই নির্জন দ্বীপে আমি তোমার সহবাসে অভিলাষিণী। যমের উত্তর—তুমি সহোদরা ভগ্নী, সুতরাং অগম্যা। এ-স্থান নির্জন নয়, দেবগণ সর্বত্র দেখছেন।

যমী—পত্নী যেমন পতির নিকট তেমন আমি তোমার নিকট স্বদেহ অর্পণ করি। রথচক্রদ্বয়ের ন্যায় এস আমরা এক কার্যে প্রবৃত্ত হই।

যম—তুমি অপরের সঙ্গে এই কার্যে প্রবৃত্ত হও।

যমী—দ্যুলোক ভূলোক স্ত্রী-পুরুষবৎ সম্বন্ধযুক্ত। যমী ভ্রাতা যমের আশ্রয় গ্রহণ করুক।

যম—ভবিষ্যতে এমন যুগ আসবে, যখন ভ্রাতা-ভগ্নী সহবাস করবে। এখন আমা-ভিন্ন পুরুষান্তরকে পতিত্বে বরণ কর।

যমী—সে কিসের ভ্রাতা যে থাকতে ভগ্নী অনাথা হয়? আমি কামনায় মূর্ছিত হয়ে তোমার অনুনয় করছি। তোমার ও আমার শরীর মিলিয়ে দাও।

যম—ভগ্নীতে যে ব্যক্তি উপগত হয়, তাকে পাপী বলে।

যমী—হায়, তুমি নিতান্ত দুর্বল পুরুষ। রজ্জু যেমন অশ্বকে, লতা যেমন বৃক্ষকে বেষ্টন করে তেমন অন্য নারী তোমাকে আলিঙ্গন করে, অথচ তুমি আমার প্রতি বিমুখ।

যম—অন্য পুরুষ তোমাকে আলিঙ্গন করুক, তাহার মন তুমি হরণ কর, সে তোমার মন হরণ করুক।

১। নাট্যশাস্ত্রে স্থলনির্দেশ মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের সংস্করণ (১৯৬৭) অনুসারে দেওয়া হয়েছে।